ইউনিট ২

সম্পদ : বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

ভূমিকা

উর্বর জমি, বনজ, খনিজ, প্রাণিজ, পানি ইত্যাদি প্রাকৃতিক সম্পদ। এসব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা অর্থনৈতিক উন্নয়ন তরান্বিত করতে পারি। সৃষ্টির আদিকাল থেকেই মানুষ পৃথিবীর সম্পদকে কেন্দ্র করে তার অর্থনৈতিক কাজকর্ম গড়ে তুলেছে। সম্পদ মানুষের অভাব পূরণ ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। যে দেশে সম্পদ যত বেশি সে দেশের উন্নতির সম্ভাবনা তত বেশি। তবে প্রাকৃতিক সম্পদ কম থাকলেও একটা দেশ মানব সম্পদে উন্নত হলে তার সাহায্যে অর্থাৎ মানুষের জ্ঞান, বুদ্ধি, কর্মকুশলতা, আন্তরিকতা, উদ্যোগ প্রভৃতির সাহায্যে যথেষ্ট উন্নতি লাভ করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে জাপানের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। কেননা জাপান একটি উন্নত দেশ, অথচ এর প্রাকৃতিক সম্পদের পরিমাণ খুব কম। সুতরাং সম্পদ কাকে বলে, আমাদের দেশে কি কি সম্পদ আছে এবং সেগুলোর যথার্থ ব্যবহার হচ্ছে কিনা, একজন সচেতন নাগরিক হিসেবে তা সবার জানা প্রয়োজন। এ অধ্যায়ে সম্পদ কি, প্রাকৃতিক সম্পদ বিশেষ করে খনিজ, প্রাণিজ ও পানি সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

পাঠ ১ : সম্পদের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সম্পদ কি তা বলতে পারবেন।
- বস্তুজাত দ্রব্য ও অবস্তুজাত দ্রব্য বা সেবার পার্থক্য বলতে পারবেন।
- সম্পদের কয়টি বৈশিষ্ট্য আছে তা বলতে পারবেন।

সম্পদ কি

সাধারণত সম্পদ বলতে আমরা টাকাপয়সা বা ধনসম্পত্তিকে বুঝে থাকি। কিন্তু অর্থনীতিতে সম্পদ শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়। **যে দ্রব্য মানুষের অভাব পূরণ করে এবং যার যোগান অপ্রতুল (অর্থাৎ যা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় না) তাকে সম্পদ বলে।** এ অর্থে সব অর্থনৈতিক দ্রব্যকে (যে সব দ্রব্যের বিনিময় মূল্য আছে) সম্পদ বলে। অর্থাৎ অর্থের বিনিময়ে বাজারে যা কেনা বেচা হয় তাই সম্পদ। যেমন– আপনার লেখার কলমটির কথাই ধরুন। এটি পাওয়ার জন্য আপনাকে অবশ্যই মূল্য দিতে হবে। সুতরাং এটি একটি সম্পদ।

সম্পদ বস্তুজাত দ্রব্য হতে পারে আবার অবস্তুজাত দ্রব্যও হতে পারে। যে সব বস্তু দেখা যায় ও স্পর্শ করা যায় তাকে **বস্তুজাত দ্রব্য** বলে। যেমন– চেয়ার, টেবিল, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি। যে সব বস্তু দেখা যায় না বা স্পর্শ করা যায় না অথচ তার ব্যবহার মানুষের অভাব পূরণে সহায়তা করে তাকে অবস্তুজাত দ্রব্য বা **সেবা** বলে। যেমন– শিক্ষকের শিক্ষকতা, নার্সের সেবা, ব্যবসায়ের সুনাম, গায়কের গান ইত্যাদি। তাহলে দেখা যাচ্ছে, অর্থের বিনিময়ে যে সব বস্তুজাত বা অবস্তুজাত দ্রব্য কেনা-বেচা করা যায় তাদেরকে সম্পদ বলে।

সম্পদের বৈশিষ্ট্য

সম্পদের বৈশিষ্ট্য চারটি, যথা–

- **উপযোগ,**
- **অপ্রাচুর্য,**
- **হস্তান্তরযোগ্যতা ও**
- **বহিরাবস্থান বা বাহ্যিকতা।**

এ বৈশিষ্ট্যগুলো সম্পর্কে নিচে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল :

উপযোগ : উপযোগ হচ্ছে দ্রব্যের অভাব পূরণের ক্ষমতা। কোন দ্রব্যের উপযোগ না থাকলে তাকে সম্পদ বলা যায় না। কারণ উপযোগ না থাকলে কোন দ্রব্যের অর্থমূল্য থাকে না। যেমন পচা ডিমের উপযোগ নেই। তাই এটা কেউ অর্থ দিয়ে কিনবে না।

অপ্রাচুর্য : শুধুমাত্র দ্রব্যের উপযোগ থাকলেই তাকে সম্পদ বলা যাবে না। দ্রব্যটির যোগান চাহিদার তুলনায় অপ্রচুর হতে হবে। কারণ যে সব দ্রব্য অবাধলভ্য তাদের অর্থমূল্য থাকে না। যেমন– সূর্যের আলো, মাঠের বাতাস, নদীর পানি প্রভৃতি বিনামূল্যে পাওয়া যায় বলে এগুলো সম্পদ নয়। তবে স্থানভেদে কোন দ্রব্য সম্পদ হতে পারে আবার নাও হতে পারে। যেমন– নদীতে পানি অবাধলভ্য। তাই এ পানি সম্পদ নয়। কিন্তু শহরে যে পানি সরবরাহ করা হয় তার জন্য আমরা দাম দেই। এ পানি সম্পদ।

হস্তান্তরযোগ্যতা : হস্তান্তর বলতে দ্রব্যের স্থানান্তর বা মালিকানার পরিবর্তন বুঝায়। যে বস্তু হস্তান্তর করা যায় না তা কেউ কিনে ব্যবহার করতে পারবে না। যেমন জমি একস্থান থেকে অন্যস্থানে নেওয়া যায় না। কিন্তু এর মালিকানা পরিবর্তন করা যায়। তাই জমি সম্পদ। কিন্তু কোন কবির প্রতিভা হস্তান্তর করা যায় না। তাই এটা সম্পদ নয়।

বাহ্যিকতা : মানুষের গুণাবলী হস্তান্তর করা যায় না বলে এগুলো সম্পদ নয়। যেমন– স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি টাকার বিনিময়ে তার স্বাস্থ্য বিক্রি করতে পারে না। খেলোয়াড় তার ক্রীড়া নৈপুণ্য বিক্রি করতে পারে না। সুতরাং এগুলো ব্যক্তিগত গুণ, সম্পদ নয়। শুধু বাহ্যিক বা বাইরের পদার্থ যা অর্থের বিনিময়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে অপর এক ব্যক্তি নিতে পারে তাই সম্পদ। যেমন– চাল, ডাল, বাড়ি-ঘর, ব্যবসায়ের সুনাম ইত্যাদি।

তাহলে বলা যায়, **যে বস্তুর উপযোগ, অপ্রাচুর্য, হস্তান্তরযোগ্যতা এবং বাহ্যিকতা এই চারটি গুণ আছে তাকে সম্পদ বলে।** এখানে মনে রাখতে হবে চারটি বৈশিষ্ট্যের যে কোন একটির অভাব হলে কোন দ্রব্যকে সম্পদ বলা যাবে না।

সারসংক্ষেপ

- যে সব দ্রব্যের অর্থমূল্য আছে অর্থাৎ বাজারে কেনা-বেচা হয় তাই সম্পদ।
- সম্পদের চারটি বৈশিষ্ট্য : (১) উপযোগ, (২) অপ্রাচুর্য, (৩) হস্তান্তরযোগ্যতা এবং (৪) বাহ্যিকতা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.১

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

১। নিচের কোনটি সম্পদ নয়?

ক. নদীর পানি　　খ. জমি

গ. ব্যবসায়ের সুনাম　　ঘ. আসবাবপত্র

২। অর্থনীতিতে হস্তান্তরযোগ্যতার অর্থ কি?

ক. স্থান পরিবর্তন　　খ. মূল্য পরিবর্তন

গ. পরিমাণ পরিবর্তন　　ঘ. মালিকানা পরিবর্তন

৩। মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণ সম্পদ নয় কেন?

ক. উপযোগ কম বলে　　খ. হস্তান্তরযোগ্য নয় বলে

গ. দুষ্প্রাপ্য বলে　　ঘ. মূল্য নির্ধারণ করা যায় না বলে।

রচনামূলক প্রশ্ন

১। সম্পদ কাকে বলে? এর বৈশিষ্ট্য কয়টি ও কি কি?

২। সম্পদের বৈশিষ্ট্যগুলো আলোচনা করুন।

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। সম্পদের সংজ্ঞা লিখুন।

পাঠ ২ : সম্পদের শ্রেণীবিভাগ

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি–

- প্রাকৃতিক সম্পদ, মানবিক সম্পদ ও মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ কি তা বর্ণনা করতে পারবেন।
- মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় তা বলতে পারবেন।
- ব্যক্তিগত সম্পদ, সমষ্টিগত সম্পদ, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সম্পদ কি তা বলতে পারবেন।

সাধারণত সম্পদের প্রকৃতি অনুযায়ী সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

- প্রাকৃতিক সম্পদ,
- মানবিক সম্পদ ও
- মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ।

প্রাকৃতিক সম্পদ : প্রকৃতিতে যেসব বস্তু স্বাভাবিকভাবে পাওয়া যায় তাকে প্রাকৃতিক সম্পদ বলে। অন্যভাবে বলা যায় প্রকৃতির দানই হচ্ছে প্রাকৃতিক সম্পদ। মানুষের দৈনন্দিন অভাব পূরণে এদের ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে রয়েছে- জমি, পানি, জলবায়ু, গাছ-পালা, পশু-পাখি, বিভিন্ন ধরনের খনিজ দ্রব্য ইত্যাদি।

মানবিক সম্পদ : মানুষের অভ্যন্তরীণ বা ভিতরের গুণাবলীকে মানবিক সম্পদ বলে। যেমন– স্বাস্থ্য, দক্ষতা, বুদ্ধি, উদ্যোগ, সততা ইত্যাদি মানবিক সম্পদ। বাহ্যিক সত্তা নেই বলে অর্থনীতিতে অবশ্য এদের সম্পদ বলে না। তবে মানবিক সম্পদ ছাড়া প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার সম্ভব নয়।

মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ : প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবিক সম্পদ একসাথে ব্যবহারের ফলে মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ সৃষ্টি হয়। যেমন– মানুষের শ্রম ও প্রকৃতি প্রদত্ত লোহার সাহায্যে সৃষ্টি হয় যন্ত্রপাতি, ঘর-বাড়ি, যানবাহন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প-কারখানা ইত্যাদি। এগুলো মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ। মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ যখন বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয় তখন তাকে পুঁজি বা মূলধন বলে।

মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে আবার চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–

- ব্যক্তিগত সম্পদ,
- সমষ্টিগত সম্পদ,
- জাতীয় সম্পদ এবং
- আন্তর্জাতিক সম্পদ।

ব্যক্তিগত সম্পদ : কোন ব্যক্তির মালিকানাধীন সমস্ত সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পদ বলে। যেমন– ব্যক্তি বিশেষের ঘর-বাড়ি, গাড়ি, কারখানা ইত্যাদি।

সমষ্টিগত সম্পদ : যে সব সম্পদের মালিকানা সমাজের হাতে ন্যস্ত থাকে তাকে সমষ্টিগত সম্পদ বলে। জনগণের ব্যবহৃত সম্পদ এবং সরকারি সম্পদ একত্রে মিলে যে সম্পদ তাই সমষ্টিগত সম্পদ। যেমন– রাস্তাঘাট, রেলপথ, পার্ক, হাসপাতাল ইত্যাদি। এ সব সম্পদের উপর জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত থাকে।

জাতীয় সম্পদ : কোন দেশের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদকে একত্রে জাতীয় সম্পদ বলে। জনগণের সুনাম, কারিগরি দক্ষতা, খনিজ সম্পদ, একটি দেশের মোট উৎপাদন ইত্যাদি জাতীয় সম্পদের মধ্যে ধরা হয়। জাতীয় সম্পদ হিসাব করার সময় বিদেশের কাছে দেশের যে পাওনা তা যোগ করতে হয়। আর বিদেশের কাছে দেশের যে ঋণ থাকে তা বাদ দিতে হয়।

আন্তর্জাতিক সম্পদ : যে সব সম্পদ কোন বিশেষ একটি দেশের মালিকানাধীন নয় এবং যা পৃথিবীর সব দেশ ভোগ করতে পারে তাই আর্ন্তজাতিক সম্পদ। যেমন– সাগর, মহাসাগর, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদি।

সম্পদ ও কল্যাণ

সম্পদ হচ্ছে অর্থনৈতিক দ্রব্যসামগ্রী। আর এসব দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহার করে মনে যে স্বাচ্ছন্দ্য বা তৃপ্তি পাওয়া যায় তাই হচ্ছে কল্যাণ। অভাব পূরণের উপর কল্যাণ নির্ভরশীল। সম্পদ অভাব পূরণের অন্যতম উপাদান কিন্তু সম্পদ নয় এমন অনেক জিনিসও মানুষের কল্যাণ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। যেমন– সূর্যের আলো, প্রকৃতির বাতাস, স্নেহ, ভালোবাসা

ইত্যাদি। আবার কিছু দ্রব্য আছে (যেগুলো সম্পদ হিসেবে গণ্য হয়) যা কল্যাণ না বাড়িয়ে বরং মানুষের ক্ষতি করে। যেমন– মদ, সিগারেট প্রভৃতি নেশা জাতীয় দ্রব্য। সম্পদ কিভাবে উপার্জিত হয় এবং কিভাবে ব্যবহার করা হয় তার দ্বারা কল্যাণ প্রভাবিত হয়।

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

কৃষিজ, বনজ, প্রাণিজ, খনিজ, পানি সম্পদ ও শক্তি সম্পদ এদেশের মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। এগুলোর মধ্যে কৃষিজ, বনজ ও শক্তি সম্পদ (পানি, বিদ্যুৎ ও অন্যান্য জ্বালানী) সম্পর্কে আপনাদের বইয়ের ভূগোল অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং এই ইউনিটে অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে।

সারসংক্ষেপ

- সাধারণভাবে সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা–১. প্রাকৃতিক সম্পদ, ২. মানবিক সম্পদ ও ৩. মনুষ্যসৃষ্ট সম্পদ।
- মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে চার ভাগে ভাগ করা যায়-:১. ব্যক্তিগত সম্পদ, ২. সমষ্টিগত সম্পদ, ৩. জাতীয় সম্পদ ও ৪. আন্তর্জাতিক সম্পদ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.২

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

১। কোনটি ব্যক্তিগত সম্পদ ?
ক. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খ. ঘর-বাড়ি
গ. হাসপাতাল ঘ. ডাকঘর

২। মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. ২ ভাগে খ. ৩ ভাগে
গ. ৪ ভাগে ঘ. ৫ ভাগে

৩। কোনটি সমষ্টিগত সম্পদ?
ক. জমি খ. আসবাবপত্র
গ. ব্যবসায়ের সুনাম ঘ. চিড়িয়াখানা

৪। জাতীয় সম্পদ কাকে বলে?
ক. দেশের সকল ব্যক্তিগত সম্পদের সমষ্টি
খ. দেশের সমষ্টিগত সম্পদের যোগফল
গ. দেশের সকল ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সম্পদের যোগফল
ঘ. সরকারি মালিকানাধীন সকল সম্পদ

৫। কোনটি মানবিক সম্পদ?
ক. আবহাওয়া খ. পোশাক-পরিচ্ছদ
গ. দক্ষতা ঘ. বনভূমি

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রকৃতি অনুযায়ী সম্পদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় বর্ণনা করুন।
২। মালিকানার ভিত্তিতে সম্পদকে কয়ভাগে ভাগ করা যায় আলোচনা করুন।

পাঠ ৩ : বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের বর্ণনা দিতে পারবেন।
- বাংলাদেশের খনিজ সম্পদ কোন কোন কাজে ব্যবহার করা হয় তা বলতে পারবেন।
- কোন কোন জায়গায় কি কি খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় তা বলতে পারবেন।

বাংলাদেশে যে সকল খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় তার বিবরণ নিচে দেওয়া হল :

কয়লা

শক্তির অন্যতম উৎস কয়লা। জ্বালানি হিসেবেও এটি ব্যবহৃত হয়। বাংলাদেশের সিলেট, রাজশাহী, বগুড়া ও ফরিদপুর জেলায় কয়লার সন্ধান পাওয়া গেছে। অনুমান করা হচ্ছে শুধু বগুড়া জেলাতেই প্রায় ৭৫ কোটি টন কয়লা আছে। এ কয়লা উৎকৃষ্টমানের। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় উন্নতমানের কয়লা পাওয়া গেছে। এছাড়া সিলেট, খুলনা ও ফরিদপুর জেলায় প্রচুর পরিমাণে নিম্নমানের পীট কয়লা আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক নয় বলে এসব খনি হতে কয়লা উত্তোলন এখনও শুরু হয়নি। সম্প্রতি দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়ায় বিদেশী সহযোগিতায় কয়লা উত্তোলনের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে।

প্রাকৃতিক গ্যাস

বাংলাদেশের খনিজ সম্পদের মধ্যে প্রাকৃতিক গ্যাসই প্রধান। এটি একটি উৎকৃষ্ট জ্বালানি। এছাড়া বিভিন্ন শিল্পে (যেমন– সার কারখানায়) কাঁচামাল হিসেবেও গ্যাস ব্যবহৃত হয়। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ১৭টি গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। ক্ষেত্রগুলোতে প্রায় ১২ ট্রিলিয়ন ঘনফুট গ্যাস মজুদ রয়েছে।

খনিজ তেল বা পেট্রোলিয়াম

খনিজ তেল শক্তির অন্যতম উৎস। বাংলাদেশে প্রচুর পরিমাণ প্রাকৃতিক গ্যাস আছে। তাই এখানে খনিজ তেল পাওয়ারও উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বঙ্গোপসাগরে এবং উপকূলীয় ও পার্বত্য অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণ খনিজ তেল রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। সম্প্রতি সিলেটের হরিপুরে স্বল্প পরিমাণ তেলের সন্ধান পাওয়া গেছে।

চুনাপাথর

সিমেন্ট, কাগজ, ব্লিচিং পাউডার, রাসায়নিক দ্রব্য, সাবান, ইস্পাত, কাচ প্রভৃতি শিল্পে চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়। সিলেটের বাগলিবাজার, জাফলং, জয়পুরহাট এবং চট্টগ্রামের সেন্ট মার্টিন দ্বীপে চুনাপাথর পাওয়া গেছে।

সাদামাটি বা চীনামাটি

চীনামাটি মৃৎশিল্পে ব্যবহার করা হয়। ময়মনসিংহের বিজয়পুরে এবং রাজশাহীর পত্নীতলায় সাদামাটি পাওয়া গেছে। বাংলাদেশের চাহিদার মোট ৫০ শতাংশ চীনামাটি বিজয়পুরের খনি হতে উত্তোলন করা হয়।

সিলিকা বালু

এটি কাচ, রং, অগ্নিরোধক ইট ও বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। সিলেট, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও জামালপুরে সিলিকা বালু পাওয়া যায়।

তামা

রংপুরের রাণীপুকুর ও পীরগঞ্জে এবং দিনাজপুরের মধ্যপাড়ায় কঠিন শিলার সাথে তামার সন্ধান পাওয়া গেছে। বৈদ্যুতিক তার, বাসনপত্র ইত্যাদি তৈরিতে তামার প্রয়োজন হয়।

গন্ধক

রাসায়নিক শিল্প, বারুদ ও দিয়াশলাই তৈরি, তেল পরিশোধন প্রভৃতি কাজে গন্ধক ব্যবহার করা হয়। চট্টগ্রামের কুতুবদিয়ায় গন্ধক পাওয়া গেছে।

কঠিন শিলা বা শক্ত পাথর

রেললাইন, বাঁধ ও রাস্তাঘাট তৈরিতে কঠিন শিলা ব্যবহার করা হয়। রংপুরের রাণীপুকুর, দিনাজপুরের মধ্যপাড়া ও পঞ্চগড় এবং সিলেটের জাফলং প্রভৃতি স্থানে শক্ত পাথর পাওয়া যায়।

পারমাণবিক খনিজ পদার্থ

কক্সবাজার সমুদ্র উপকূলে প্রচুর পরিমাণে মোনাজাইট, জিংকন, রুটিল, ইলমেনাইট, ম্যাগনেটাইট প্রভৃতি পারমাণবিক খনিজ পদার্থ পাওয়া গেছে। এগুলোর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার অস্ট্রেলিয়া সরকারের সহায়তায় একটি পাইলট প্রকল্প গ্রহণ করেছে।

লোহা

আমাদের দেশে এখনও কোন লোহার খনি আবিষ্কৃত হয়নি। তবে কক্সবাজার, রাজশাহী, দিনাজপুর, সিলেট ও পার্বত্য চট্টগ্রামে লোহা পাওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

বাংলাদেশে খনিজ সম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধান কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। খনিজ সম্পদের জরিপ ও অনুসন্ধান কাজ অব্যাহত রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৩

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটির পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশের কোন জেলায় কয়লা পাওয়া গেছে?
ক. ঢাকা খ. বরিশাল
গ. বগুড়া ঘ. চট্টগ্রাম

২। বাংলাদেশে মোট কতটি গ্যাস ফিল্ড (ক্ষেত্র. আছে?
ক. ১২টি খ. ১৩টি
গ. ১৫টি ঘ. ১৭টি

৩। বাংলাদেশের কোথায় গন্ধক পাওয়া যায়?
ক. সেন্ট মার্টিন দ্বীপে খ. মহেশখালীতে
গ. কুতুবদিয়ায় ঘ. হরিপুরে।

৪। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস কোন কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?
ক. জ্বালানি ও শিল্পে কাঁচামাল হিসেবে খ. কেবল জ্বালানি হিসেবে
গ. কৃষিক্ষেত্রে ঘ. কেবল শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে।

৫। বংলাদেশের কোথায় চীনামাটি পাওয়া গেছে?
ক. ময়মনসিংহের বিজয়পুরে
খ. জয়পুরহাট এবং জামালপুরে
গ. চট্টগ্রাম ও সিলেটে
ঘ. হরিপুর ও পত্নীতলায়

৬। কঠিন শিলা কোন কাজে ব্যবহৃত হয়?
ক. সিমেন্ট তৈরিতে খ. ব্লিচিং পাউডার তৈরিতে
গ. রেল লাইন ও বাঁধ নির্মাণে ঘ. অগ্নিরোধক ইট তৈরিতে

রচনামূলক প্রশ্ন

১। প্রাকৃতিক গ্যাসসহ বাংলাদেশের পাঁচটি খনিজ সম্পদের বিবরণ দিন।

পাঠ ৪ : বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদ ও পানি সম্পদ

উদ্দেশ্য :

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- গবাদিপশু এবং হাঁস-মুরগি আমাদের অর্থনীতিকে কিভাবে সাহায্য করে তা বলতে পারবেন।
- এদেশে কত কিলোমিটার নদীপথ আছে তা বলতে পারবেন।
- কি কি কাজে পানি সম্পদ ব্যবহার করা হয় তা বলতে পারবেন।

প্রাণিজ সম্পদ

বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় :

- গবাদিপশু,
- হাঁস-মুরগি ও
- মৎস্য।

গবাদিপশু বলতে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি বুঝায়। আমাদের দেশে যন্ত্রের সাহায্যে চাষের কাজ এখনও ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়নি। কৃষিকাজ বহুলাংশে গরু, মহিষ প্রভৃতির উপর নির্ভরশীল। যানবাহন ও মালপত্র পরিবহনের কাজেও গবাদিপশু ব্যবহার করা হয়। গরু-মহিষ হতে আমরা দুধ ও মাংস পেয়ে থাকি। ছাগল ও ভেড়া মূলত আমাদের মাংসের প্রয়োজন মেটায়। গবাদি পশুর চামড়া রপ্তানি করে আমরা প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকি। হাঁস-মুরগী আমাদের ডিম ও মাংসের চাহিদা পূরণ করে। এসব পশু-পাখি জনগণের খাদ্য ও পুষ্টির যোগান দিয়ে থাকে। পশু ও হাঁস-মুরগি পালন করে অনেকে জীবিকা নির্বাহ করে। এ উদ্দেশ্যে গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির খামার তৈরির জন্য সরকার জনগণকে নানাভাবে উৎসাহিত করছে, আর্থিক সহায়তাও দিচ্ছে।

প্রাণিজ সম্পদের মধ্যে মৎস্য এ দেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আমিষ জাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণে মাছের অবদান উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে প্রাণিজাত আমিষের শতকরা প্রায় ৮০ ভাগই আসে মাছ থেকে। এ দেশে রয়েছে অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর ও পুকুর। তাছাড়া বঙ্গোপসাগরে রয়েছে বিরাট মৎস্য চারণক্ষেত্র। এসব এলাকায় আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ চাষ করতে পারলে অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়েও মাছ রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। এছাড়া এর মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, খাদ্য ঘাটতি পূরণ ও মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের আর্থিক উন্নতি সাধন করা যাবে। মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য সরকার মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশন নামে একটি পৃথক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। তছাড়া, দেশে বেশ কয়েকটি মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র, আধুনিক মৎস্য চাষ ও উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত আছে।

পানি সম্পদ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। অসংখ্য নদী-নালা এ দেশে জালের মত ছড়িয়ে আছে। পানি বাংলাদেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। বিভিন্ন কাজে আমাদের পানির প্রয়োজন। দৈনন্দিন প্রয়োজন ছাড়াও কৃষিকাজ, নৌ চলাচল, মৎস্য চাষ ও পানি বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য পানি ব্যবহৃত হয়।

বাংলাদেশ কৃষিপ্রধান দেশ। এ দেশের কৃষিকাজ পানি সম্পদের উপর নির্ভরশীল। প্রতি বছর বর্ষাকালে নদীর পানি পলিমাটি বহন করে। এতে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এর ফলে ফসল ভাল হয়। এছাড়া জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমাদের খাদ্য সমস্যা প্রকট হচ্ছে। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য চাষযোগ্য জমির পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব নয়। জলসেচের প্রসারের মাধ্যমে আমরা একই জমিতে বছরে দুই বা তিনবার ফসল উৎপাদন করতে পারি। সুতরাং পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে আমরা কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে পারি।

নদীবহুল এই দেশ। এ দেশে প্রায় ৭০৪০ কিলোমিটার নাব্য নদীপথ আছে। সারা বছর ৪৮০০ কিলোমিটার নদীপথ নাব্য থাকে। বাংলাদেশের জলপথ যাতায়াত ও মালপত্র পরিবহনের অন্যতম মাধ্যম। নদীপথে অসংখ্য যাত্রী চলাচল করে এবং বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী পরিবহন করা হয়। এর ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। কিন্তু পলি পড়ে নদীগুলো ভরাট হয়ে যাচ্ছে। ফলে নদীপথ ক্রমশ চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ছে। তাই জরুরি ভিত্তিতে নদীগুলোকে খননের ব্যবস্থা করতে হবে।

বাংলাদেশে মৎস্যচাষ এবং এর উৎপাদন বৃদ্ধিতেও পানি সম্পদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। এ দেশের অসংখ্য নদী-নালা, খাল-বিল, পুকুর ও অন্যান্য জলাশয়ে পরিকল্পিত উপায়ে মাছ চাষ করে মাছের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। এতে একদিকে আমিষের প্রয়োজন মিটবে, আবার মাছ রপ্তানি করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যাবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের পানি সম্পদ বিশেষ অবদান রাখতে পারে। শিল্পের উন্নতির জন্য প্রয়োজন বিদ্যুৎ। নদীতে বাঁধ দিয়ে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। বর্তমানে চট্টগ্রামের কাপ্তাই-এ একটি পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র আছে।

শিল্প কারখানা স্থাপন, নগরায়ন এবং জমিতে সার ও কীটনাশক ওষুধ ব্যবহারের ফলে নদ-নদী, খাল-বিলের পানি দূষিত হচ্ছে। তাই বাংলাদেশের পানি সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও ব্যবস্থাপনা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সারসংক্ষেপ

- প্রাণিজ ও পানি-সম্পদ বাংলাদেশের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ।
- এ দেশের প্রাণিজ সম্পদকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা– (১) গবাদিপশু, (২) হাঁস-মুরগি ও (৩) মৎস্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ২.৪

নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

সঠিক উত্তরটিতে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
ক. দুই ভাগে খ. তিন ভাগে
গ. চার ভাগে ঘ. পাঁচ ভাগে

২। বাংলাদেশে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কয়টি?
ক. ১ টি খ. ২ টি
গ. ৩ টি ঘ. ৪ টি

৩। বাংলাদেশে কত কিলোমিটার নাব্য নদীপথ আছে?
ক. ৫০৮০ কিলোমিটার খ. ৬০৪০ কিলোমিটার
গ. ৭০৪০ কিলোমিটার ঘ. ৮০৪০ কিলোমিটার

৪। বাংলাদেশের প্রাণিজাত আমিষের শতকরা কত ভাগ মাছ হতে আসে?
ক. ৫০ ভাগ খ. ৬০ ভাগ
গ. ৭০ ভাগ ঘ. ৮০ ভাগ

রচনামূলক প্রশ্ন

১। বাংলাদেশের প্রাণিজ সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।
২। বাংলাদেশের পানি সম্পদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

উত্তরমালা

অনুশীলনী ২.১ : ১. ক, ২. ঘ, ৩. খ।
অনুশীলনী ২.২ : ১. খ, ২. গ, ৩. ঘ, ৪. গ, ৫. গ।
অনুশীলনী ২.৩ : ১. গ, ২. ঘ, ৩. গ, ৪. ক, ৫. ক, ৬. গ।
অনুশীলনী ২.৪ : ১. খ, ২. ক, ৩. গ, ৪. ঘ।